কনক-কমল।

বা

পার্ব্বতী-মিলন

নাট্য-রাসক।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ
শ্রীরামতারণ সান্যাল কর্ত্তৃক স্বর লয়ে
গঠিত

প্রণেতা ও প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

কলিকাতা।
১০৭ নম্বর, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর-প্রেসে,
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল। জ্যৈষ্ঠ।

মঙ্গলাচরণ।

পরমারাধ্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায়

সহৃদয় পিতৃব্য মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

ইহাকে

যথোচিত ভক্তি সহকারে

রচয়িতা

সমর্পণ করিল।

কনক-কমল

নাট্য-রাসক।

প্রস্তাবনা।

সোহিনী—ঝাঁপতাল

সঙ্গীত-রস-দায়িনী বরাননে !
চাহ মা আশ্রিতে পুল-প্রসন্ন-নয়নে ॥
মধুর নিলয়, স্বর মধুময়,
দেহ গো বরদে ! সুজনে তোষণে।
কবিতা মঞ্জু তরঙ্গে নাচিয়ে,
সঙ্গীত সুধা রসে মাতিয়ে,
গাইব সুখ-সরে ভাসিয়ে,
কনক-কমল উমাধনে ॥

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—কেলি-কুঞ্জ।

রতিকে বেষ্টন করিয়া গান ও নৃত্য করিতে করিতে

(সখীগণের প্রবেশ।)

বাহার—যৎ

সকলে। দেখলো নিকুঞ্জ শোভা আঁখি ভ'রে,
বিকচ কুসুম সৌরভ বিতরে।
কমন কিশল, বন লতা দল,
কিবা মুঞ্জরিত মন রঞ্জন করে;
ললিত পঞ্চমে কোকিলে কুহরে।
সরসী সলিলে, মলয় অনিলে,
নাচিছে নলিন হাসি মধু অধরে;
মুকুলে আকুল করে মধুকরে।

১ম সখী। বিপিন নবীন কান্তি রমণীয় শোভা,
নয়ন-রঞ্জন চারু চির-মনোলোভা।

পল্লবিত তরুরাজি বাসন্ত হিল্লোলে,
দুলিছে সাদরে চুম্বি বাসন্তী আনন ;
মন্দাকিনী সচঞ্চলে খেলিছে কল্লোলে,
মধুমল্লি মধুবাসে বাসিত পবন।

২য় সখী। ধীরে ধীরে বিভাবসু যায় অস্তাচলে,
প্রদোষে প্রকৃতি সতী সাজিলা অতুল।
ঢল ঢল ফুল পুঞ্জ মধু-পরিমলে,
বিকাশে কুঞ্চিত হাসি কুমুদ-মুকুল।
চল সখি ! কুসুমিত কাম্য-কুঞ্জবনে,
সরস কুসুম চয়ে চয়নি যতনে।

[সকলের পুষ্পাচয়ন]

মাঝ—কাওয়ালি

সখীগণ। নব বিকশিত কুসুম নিচয়
তুলি সুখে গাঁথি গাঁথা মনোময়।
সাজব অতুল হেমাঙ্গ মঞ্জুল ;
রতি সুধামতী কান্তি কামময়।

রতি। নাচায় পরাণ মম আজি লো ললনে !
পরিতে চিকণদাম মন্দার রতনে।
প্রফুল্ল কুসুম রাশি পরিমলময়,
বরষিছে হলাহল দহিছে হৃদয়।
(সখীর হস্ত ধারণ করিয়া।)

খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন সখি সুবদনে !

দক্ষিণ নয়ন মম নাচে লো সঘনে ?
কেন বা চঞ্চল চিত, কেন তনু বিষাদিত ;
না জানি কি আছে হায় বিধির বন্ধনে !
বিলম্বেন প্রাণনাথ আজি কি কারণে ?

খাম্বাজ—কাওয়ালি

সখীগণ। দেখলো নিবারি নয়ন-বারি,
আসিছে প্রাণেশ তব শম্বরারি।
মোহন রণ সাজে, বাসব মোহে লাজে ;
ভুবন বিজয়ী ফুলধনুধারী।

[সখীগণের প্রস্থান।

মদনের প্রবেশ।

রতি। (মদনের হস্তধারণ করিয়া)
বিরহ বিধুরা বালা,
সহিছে দারুণ জ্বালা,
কোন্ রঙ্গে কোথা নাথ কি সুখে বঞ্চিলে ?

মদন। বৃথা এ গঞ্জনা কেন দিতেছ আমায় ?
দেবাদেশে ছিনু প্রিয়ে, দেবেন্দ্র সভায়।
আদেশিলা শচীকান্ত দাসে কামবশে
মাতাইতে বৃষধ্বজে কামকলা রসে।

রতি। কেন এ আয়াস নাথ !
ব্যথিত প্রমথনাথ
বিলয় করিবে ভব অকালে জাগিলে।

বেহাগ—আড়াঠেকা

মদন। সতী-শোকে সতীশ্বর হিমাদ্রি শিখরে
বিশ্বভার ত্যজি মগ্ন তপের-সাগরে।
তারক-সুরারি বিষম পীড়নে,
সভয়ে কাতর সুর-পুরবাসী;
নাহি হেন শূর এ তিন ভুবনে
গিরীজাকুমার বিনে নাশিতে শম্বরে।

রতি। কেন নাথ তব এ কুমতি?
হুতাশন সম তেজেঃ রুদ্র পশুপতি।
নীলকণ্ঠ বিরূপাক্ষ জিতাত্মা শঙ্করে
কোরক কুসুমময় সুকোমল শরে
কেমনে জিনিবে হায় তুমি রতিপতি?
ত্যজ এ দুরাশা নাথ, করি হে মিনতি।

ছায়ানট—একতালা

মদন। কি লাগি সভয়া তুমি স্মরপ্রিয়ে!
রাখিব গৌরব হরে হরিষে জিনিয়ে।
কামেন্দু কুসুম বাণে, কেনা পরাজয় মানে;
দেব, দৈত্য, নাগ, নর এ তিন ভুবনে?
চল প্রিয়ে! দেবাদেশ আসিগে সাধিয়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমাচল—পুষ্পাবন ॥

(পর্ব্বতোপরি উমা জয়া ও বিজয়া পুষ্পচয়ন করিতে করিতে)

কেদারা—আড়াঠেকা

আমরি শিখরী শোভা কি সুন্দর !
মঞ্জুবন পুঞ্জে কুঞ্জিত ভুধর।
সুরম্য কান্তার, শান্তি সুখাধার ;
বিরাজে রাজত শশাঙ্ক শেখর।

বিজয়া। হাসি হাসি হৈমবতী উষা-বিনোদিনী
ধাইছে মোহিয়ে রূপে তিমির যামিনী।
ধরিলা স্বভাব সতী মোহিনী মূরতি,
কুসুম কুন্তলময়ী বন মধুমতী।
অমল পল্লব মরি কিবা সুশোভিত,
কহ্লার কুবল দলে আধা-মুকুলিত।
বহিছে সমীর চুম্বি নন্দনকানন,
কূজনিছে পিককুল শ্রবণ নন্দন।
ধর লো কুন্দিনী, জবা, বিল্বদলাবলী,
ভক্তিভরে চন্দ্রচূড়ে দিতে পুষ্পাঞ্জলি।

উমা। কাঁপে হিয়া থর থরে,
নাহি জানি শুভঙ্করে,
পূজিব কেমনে বল প্রিয়সহচরি!
বিরিঞ্চি প্রপঞ্চে মুগ্ধ দিবস শর্ব্বরী।

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

জয়া ও বিজয়া। মহামায়া তুমি সতি, বিশ্ব-প্রসবিনি,
কে বুঝে তোমার মায়া অখিল-মোহিনি!
তুষিতে সুরেশ্বরে, নিখিল-চরাচরে
তুমি বিনা কেবা জানে ভবেশ ভাবিনি?

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জয়া ও বিজয়া)

ঝিঁঝিটী—ঠুংরি

মনোমোহন রূপ দেখ লো নিরখি,
রজত কিরণ জালে রমে আঁখি,
প্রসূন রতনে, যোগী-নিরঞ্জনে।
পূজিবে চল লো প্রাণসখি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমাধিপর্ব্বত।

গগণে পূর্ণেন্দু বিকশিত

মহাদেব যোগাসনে, পদতলে পুষ্পাঞ্জলি হস্তে

উমা, পার্শ্বদেশে জয়া ও বিজয়া,

গিরি মূলে নন্দির আসীন।

জয়া ও বিজয়া

খাম্বাজ—ঠুংরি

মহেশ দেবেশ বিশ্বেশ্বর,

গিরীশ যোগীশ শিবেশ্বর।

বিভূতি ছাদন, ফণিন্দ্র ভূষণ ;

জাহ্নবী-কেশর দিগম্বর।

ইন্দু শিরোধন, চারু ত্রিলোচন ;

শমন-দমন, দর্পহর।

(মদন ও রতির প্রবেশ।)

মুলতান—আড়াঠেকা

রতি। কি মায়ায় মায়াময়ী হর-বিনোদিনি,

রচিলা এ মায়াজাল না বুঝে অধিনী।

সাধে সাধি মহামায়া, দেহ পাদপদ্ম ছায়া ;

দুস্তর সমরে স্মরে তার নিস্তারিনি।

দেখ মা, না যেন দাসী হয় অনাথিনী !

মদন। ক্ষণেক বিহর প্রিয়ে, ব্রততী-বিতানে,
হরের সমাধি হরি অমোঘ সন্ধানে।

(মহাদেবের প্রতি বাণ ক্ষেপণ)

মহা। সহসা কি হেতু হেন বিচঞ্চল মন ?
(কন্দর্পকে দেখিয়া)
একিরে কুসুম-শর হানিছে দুর্জ্জন !
এই তোর প্রতিফল চঞ্চল দুর্ম্মতি !
(নন্দির প্রতি)
পাপস্থান পরিহরি চল দ্রুতগতি।
[নন্দি ও মহাদেবের প্রস্থান।
ক্রোধানলে মদন বিদগ্ধ হইয়া নিপতিত

রতি। হায় নাথ ! একি ? হায় কোথায় যাইলে !
অভাগী রতিরে আজি কি দোষে ত্যজিলে ?

(পতন ও মুর্চ্ছা)

ভৈরবী—জলদতেতালা

উমা। দগ্ধ ক্রোধানলে কামে দহিয়ে,
যাইল ত্রিশূল-পাণি চলিয়ে।
কিফল হেথায়, থাকিয়ে বৃথায়,
চল লো ভবনে যাই ফিরিয়ে।
[প্রস্থান।

জজয়য়ন্তী—আড়াঠেকা

রতি (উঠিয়া) হায় হায় রে একি হইল !
অকলঙ্ক সুধানিধি কালরাহু গ্রাসিল।
আঁধার এ বন স্থলী, নিরস কুসুম-কলি ;
শিলীমুখ অলিদল, বিষাদে ডুবিল ;
আকুল কোকিলকুল আঁখি-নীরে তিতিল ॥
থাকিতে গগণে খর প্রভাময় দিনকর,
দুঃখিনীর দিনমণি চিরঅস্তমিল।
হায়রে কেহেন কেন হেন বাদ সাধিল ?

(উন্মাদিনী প্রায় উঠিয়া)

ছায়ানট—ঢিমেতেতালা

পাপিনী পাষাণী আমি পাষাণ অন্তর !
পতিশোক—বজ্রাঘাতে নহে কি কাতর ?
চিতানলে শোকানল, করিব আজি শীতল ;
বিদর পাষাণ হিয়া শতধা বিদর।

(বিমানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

খাম্বাজ—কাওয়ালি

লক্ষ্মী। ধৈরজ ধরলো রতি ইন্দু নিভাননে !
পাইবে হৃদয় মাঝে পুন প্রাণধনে ॥
বিশ্বপতি মাতি কাম রসে,
সুতাধনে হেরি প্রেমবশে ;
শাপিল দহিবে কামে হর রোষে,
অনঙ্গ পাইবে অঙ্গ সতী-সম্মিলনে '

(অন্তর্ধ্যান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—০:০:০—

হিমালয় অন্তঃপুরস্থ পার্ব্বতীর শয়ন মন্দির।

বেহাগ—জলদতেতালা

উমা। ঘৃণা করি কিঙ্করীরে ত্যজিলা মহেশ
নাহি কি হেরিব আর সে পদ প্রদেশ
কি কাজে বহিব আর, এ ছার ললাম ভার
বিভূতি রঞ্জিত অঙ্গে রুক্ষ করি কেশ
সাধিব তপেশে ধরি তপস্বিনী বেশ।

এইতো সাজিনু সাজে যা সাজে আমারে ;
গজমতি-দামে কভু মোরে শোভা পায় ?
শিবাভিলাষিনী আমি যাই সাধিবারে,
শিবময় শিবেশ্বর শমিত যথায়।

(জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। কি ভাবে এ ভাব সতি বিশ্ব বিমোহিনি !
ত্যজি বাস, সুদুকুল কাঞ্চন রতন,
বরবপুঃ চীরাবৃত রুদ্রাক্ষ ভূষণ ;
সুখসাধ বিরাগিনী বিবশা ভামিনী।
নিরমল চন্দ্রানন চন্দ্রকলা রাশি,
কেন না বিকাশে আজি চন্দ্রসুধা হাসি ?
কুঞ্চিত অধর চারু হেমন্ত-নলিনী !
পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত বিমুক্ত কবরী,
চাঁচর চিকুর জাল কাদম্বিনী মরি !
মুখশশী পূর্ণশশী তাহে সুশোভিনী !!

বেহাগ—আড়াঠেকা

উমা। চললো বিজয়ে, জয়ে! গিরি গহনে,
নাহি সুখ আর হৈম-ভবনে।
সতত শিবেশে, পূজিব উদ্দেশে,
সুখে সুখ-যোগাসনে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হিমাচল—শিখর।

পার্ব্বতী তপে মগ্না, জয়া ও বিজয়া আসীনা।

(ছদ্মবেশে মহাদেবের প্রবেশ।)

রাগ শ্রী—ঝাঁপতাল

মহা। দানব-দলনা সতী দিগম্বরী,
ভুবন-মোহিনী রাজ-রাজেশ্বরী।
কলুশ নাশিনী, বিপদ ভঞ্জিনী,
অভয়া তারিণী গৌরী সুরেশ্বরী।
বিমল চপলা, বাল-শশীকলা,
মোহন মাধুরী খরে মহেশ্বরী।

(ছদ্মবেশী মহাদেবকে সকলের প্রণাম)

মহা। আশিষি শুভে সীমন্তিনি!
লভ বর মনোমত তরুণ-যোগিনি!

বিজয়া। কি মানসে পবিত্রিলা দেব। এ কানন,
কহ করি শিববলে অনুজ্ঞা পালন।

মহা। ভূত সহচর ভিখারি শঙ্কর,
কি ফল আয়াসি তারে হেমাঙ্গিনি!
কভু কি ভূতলে উদে শশধর?
ত্যজ হেন সাধ কিশোর-কামিনি!

উমা। অনন্ত মহিমাকর হর-বামাচারী,
বৃথা কেন নিন্দ তাঁরে যতীবেশধারি!

মহা। নিলাজ বিবসন, পন্নগ-আভরণ,
কুটিল জটিল শূলী শ্মশান বিহারী।

সিন্ধুখাম্বাজ—পটতাল

উমা। কপট তাপসে সখি! কর লো বারণ,
নিন্দিতে যোগীশে ভকত-রঞ্জন।
দেবেশ নিন্দায়, নিরয় শিখায়,
আজীবন দহে লো জীবন—
চল যাই পরিহরি এ পাপ কানন।

(মহাদেবের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া
গৌরীর হস্ত ধারণ।)

ঝিঝিটী—ঠুংরি

জয়া বিজয়া। মহা জিতেন্দ্রিয় স্মরহর,
ভোলা আশুতোষ মহত্বর।

প্রলয় কারণ, প্রলয় বারণ,
শম্ভু বিভু মৃড় ভয়হর।
শিব জ্ঞানময়, করুণা নিলয়,
দেহি পদাশ্রয় শুভঙ্কর।

মহা। হে বিধুবদনে! বিষম দহনে
তব অদর্শনে দগ্ধ মন;
সাধি অবিরল, এমুখ কমল,
সুনীলোৎপল ত্রিনয়ন।
রূপসুধারাশি, হাসি সুধা হাসি
নাশ দুঃখরাশি বরাননে!
মানস বিচল, কর হে শীতল,
বচন অমিয় বরিষণে।

উমা। তব সুখ সহবাসে কত যে সুখিনী,
কেমনে কহিব নাথ, আমি অভাগিনী
জ্বালাইলা ক্রোধানলে যবে পঞ্চশরে
সে অবধি ভাসে দাসী নয়ন-নির্ঝরে;
চিত্তে চিত্রিও বাঞ্ছিত শ্রীপদ যুগলে,
অবিরাম পূজিতাম মনাম্বুজ দলে।
এত দিনে তমঃ-নিশা হইল বিগত,
সুখাংশু সুধাংশু হৃদি-অম্বরে উদিত।

সাহানা—কাওয়ালি

জয়া বিজয়া। সফল আয়াস আজি বাসনা পূরিল;
শঙ্করী শঙ্করে পুন আনন্দে মিলিল।
কাঞ্চন প্রবাহ মরি, রজত অচলোপরি,
বিমল প্রণয় বেগে আবার বহিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—⁘—

কৈলাশপুরী।

হৈমাসনে হরাঙ্কে পার্ব্বতী আসীনা।

উভয় পার্শ্বে ইন্দ্র, চন্দ্র, অরুণ, বরুণ, নারদ প্রভৃতি দেবগণ, মধ্য স্থলে কিন্নরীগণ নৃত্য করিতে করিতে।

ভয়রোঁ—খেম্‌টা

দেব-দম্পতী মিলনে মন মোহিল,
পুলকে গোলক বিশ্ব পূরিল।
মোহন শোভায়, বিমল বিভায়,
কনক—কৈলাশ পুন হাসিল।

দেবগণ। জয় জয় জয় উমা, উমাপতি,
অনাদি অনন্ত মহিমা অপার॥
জয় হর—গৌরী গতিহীন-গতি,
সতী সতীপতি মিলিল অবার।

কিন্নরীগণ। পার্ব্বতী মিলন, মানস রঞ্জন
অমর নর সুখে ভাসিল।

দেবগণ। জয় জয় দয়াময়ী দয়াময়।
তারিণী তারণ ত্রাস হর॥
জয় শিব জায়া শিব শিবময়,
জয়ন্তী জয়ন্ত কৃপাকর।

কিন্নরীগণ। ঈশাণী ঈশান করুণা নিধান ;
অনঙ্গ পুন অঙ্গ পাইল ॥

করযোড়ে মদন ও রতির প্রবেশ।

মালকোষ

উভয়ে। জয় হে শিবেশ মঙ্গলময়,
জয় হর-সোহাগিনী নারায়ণী।
জয়হে সতীশ করুণাময়,
জয় জগত-জননী কাত্যায়নী।

ভৈরবী—খেমটা

কিন্নরীগণ। রজত-সলিলে, মরি কুতূহলে,
কনক-কমল পুন ফুটিল।
তপনে মিলিয়ে, পুলকে পূরিয়ে,
মধুর অধরে মধু হাসিল।
সিত জলধরে, প্রেম-প্রভাভরে,
মোহিনী দামিনী পুন ভাতিল।
দেব দম্পতী শোভা অতুল,
গোলক ভূলোক পুল-আকুল,
সানন্দ হৃদয় দেবতা কুল,
প্রবল শম্বর শঙ্কা ঘুচিল।

[যবনিকা পতন]

———